দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 25 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বরাদ্দ ব্যয়ে কোন নীতিমালা মানছে না

এক বছরে বেতন ভাতায় ব্যয় ৪৩৭ কোটি টাকা : শিক্ষা আনুষঙ্গিকে ব্যয় মাত্র ৭১ কোটি টাকা : স্বায়ত্তশাসনের যথেচ্ছ অপব্যবহার হচ্ছে

সুলতান মাহমুদ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বার্ষিক খরচের মাত্র ১৪ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষা আনুষঙ্গিকে। আর বাকি ৮৬ শতাংশই ব্যয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা, পেনশন, বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদি খাতে। এতে করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান গুণগত মান অর্জন এবং মান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা চলছে বছরের পর বছর ধরে। মোট ২৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে ২১টির শিক্ষা কার্যক্রম চলছে তার সবগুলোতেই স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার হচ্ছে। আর্থিক শৃংখলা নেই। যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন স্বচ্ছতাও নেই। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন নীতিমালা থাকলেও তা আমলে আনছে না কেউ। চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা 'এপেক্স বডি' বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী গত অর্থবছরে (২০০৫-২০০৬) ৫০৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকা মঞ্জুরী দেয়া হয়। এর মধ্যে শিক্ষা আনুষঙ্গিকে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ৭১ কোটি ১৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা। বাকি ৪৩৭ কোটি ৩৫ লাখ ৩০ হাজার টাকাই ব্যয় করা হয়েছে শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তার বেতন ভাতা, বিদ্যুৎ ও পরিবহন খরচ বাবদ। গতকাল ইউজিসি প্রকাশিত ২০০৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে ইউজিসি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ৫০৮ কোটি ৫৫ লাখ টাকার মধ্যে মাত্র ৪৮ কোটি ৬৫ ৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বরাদ্দ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয়। অর্থাৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক রাজস্ব বাজেটের পরিমাণ ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ। আলোচ্য বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আয়বহির্ভূত যে ৪৫৯ কোটি ৯০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল তার মধ্যে ৩১৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকাই বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় দেখানো হয়েছে। শিক্ষা আনুষঙ্গিক বাবদ ব্যয় দেখানো হয়েছে মাত্র ৫৯ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। যা মোট বরাদ্দের ৬২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এ ছাড়া সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ৭৩ কোটি ৫৮ লাখ এবং ৪৯ কোটি ৩৭ লাখ পেনশন খাতে ব্যয় দেখানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবহন খাতে ব্যয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা নেয়ার খাতে খরচের পরিমাণ প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিসেব অনুযায়ী, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে পরিবহন খাতে খরচের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। আর ২০০২-২০০৪ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ১১ কোটি ৯৪ লাখ টাকা।

রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধির পরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বড় অংকের ঘাটতির খতিয়ান কষে চলেছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরেই সরকারী মঞ্জুরীর অপ্রতুলতা দেখানো হয়েছে ৯ কোটি ২ লাখ টাকা। বলা হয়েছে, স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত নতুন বিভাগ খোলা, শিক্ষক নিয়োগসহ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ ও অনিয়মতান্ত্রিক আর্থিক সুবিধা প্রদানের কারণে অব্যাহতভাবে ব্যয় বাড়ছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নানা বিবেচনায় প্রয়োজন অতিরিক্ত শিক্ষক ও জনবল নিয়োগ করে আসছে। এর মধ্যে একশ্রেণীর শিক্ষক চাকরি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন ভাতা নিলেও শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন না করে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়বহির্ভূত কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২১টি চালু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সালে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৬১১ জন। এর মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী ছুটি নিয়ে অনুপস্থিত এক হাজার ১৮ জন। এছাড়া কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি না নিয়েই অনুপস্থিত ছিলেন ৫১ জন শিক্ষক। অর্থাৎ মোট শিক্ষকের ১৮ শতাংশ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন ভাতা নিলেও শিক্ষাদানে তাদের কোন অবদান নেই।